বড়দের বড় গুণ

সংকলন

মাওলানা আশেক মাহমূদ

মুহাদ্দিস, আল-জামিআতুল ইসলামিয়া মুস্তফাগঞ্জ মাদরাসা
শিয়ালদি, ইছাপুরা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

এটাই মাকবুলিয়্যাত—১৭

এক.

তাওয়াজু বা বিনয়—১৯

বিনয়ের গুরুত্ব—২১
কাকে বলে তাওয়াজু—২২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়—২৩
হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বিনয়—২৪
হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বিনয়—২৪
হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিনয়—২৫
হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বিনয়—২৫
হযরত সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা—২৬
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা—২৬
হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ রহমাতুল্লাহি
আলাইহি ও এক মেহমান—২৬
বিরল ঘটনা—২৭
হযরত যাইনুল আবিদীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর খেদমত—২৮
ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নম্রতা—২৮
ইমাম সুফয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির আমল—২৯
সাইয়েদ আহমাদ রিফঈ—২৯
হযরত সুলাইমান নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৩০
হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৩১
হযরত মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৩২
হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহি
আলাইহির আরেকটি আমল—৩৩

মুফতী আযীযুর রহমান সাহেবের বিনয়—৩৩
বড় মৌলভী সাহেব—৩৪
মাওলানা মুজাফফার সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৩৫
মুফতী শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৩৬
এমনই হওয়া উচিত—৩৭
থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিনয়—৩৭
কামেল আলেমের জন্য—৩৮
হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি
আলাইহির কিছু নসীহত—৩৯
বিনয় অর্জন করার পদ্ধতি—৪০

দুই.

মর্যাদাশীলদের মর্যাদা দেওয়া—৪২

কারও মনে কষ্ট না দেওয়া—৪২
এটাই বড়দের নিদর্শন—৪৩
বড় অদ্ভুত ছিলেন তাঁরা—৪৪
ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সঙ্গে
ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহির আচরণ—৪৪
তিনি আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবেত—৪৫
হযরত মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মান প্রদর্শন—৪৬
আমাদের অবস্থা—৪৭

তিন.

ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি—৪৯

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু—৫০
এঁরা জান্নাতী—৫০
আমি চাই না তার সঙ্গে আমার বিবাদ থাকুক—৫১
হযরত মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির চরিত্রমাধুর্য—৫৩

চার.

সহনশীলতা—৫৫

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৫৬
হযরত আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা—৫৬
হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির
সহনশীলতা—৫৮
হযরত মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির দয়া—৫৮

পাঁচ.

দুনিয়াবিমুখতা—৫৯

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুহদ—৫৯
হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যিন্দেগী—৬১
তাঁরা এভাবেই দুনিয়াকে ত্যাগ করেছেন—৬২
মধুমিশ্রিত পানি!—৬২
আমার চাদর একটাই!—৬৩
হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর কান্না—৬৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত—৬৪
হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু—৬৪
আহ! কী দুআ!—৬৫
হযরত গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অমুখাপেক্ষিতা—৬৬
হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘটনা—৬৬
হযরত শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহির আমল—৬৭
একেই বলে বিমুখতা—৬৮
কেউ আমাকে হাদিয়া দেবেন না—৬৮
হযরত আলী মিয়াঁ রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৬৯
সূর্যের সিফাত গ্রহণ করো—৭০
দুনিয়াবিমুখতার অর্থ—৭০
তিন দিন!—৭২

লোভ বিসর্জন এবং তার প্রতিদান—৭২
দুনিয়াবিমুখদের আল্লাহ পাক এভাবেই সাহায্য করেন—৭৪
হযরত যায়েদ ইবনে হুবাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৭৬
সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াবিমুখ হওয়া যায়—৭৬
একশোর বিনিময়ে এক হাজার—৭৮
হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয
রহমাতুল্লাহি আলাইহির স্ত্রী—৮০
কেমন ছিলেন তারা...—৮০
যুহদ এর হাকীকত—৮০

ছয়.
দানশীলতা ও মেহমানদারি—৮১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান—৮২
সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের দান কেমন ছিল—৮৩
মেহমানদারির মধ্যে বরকত থাকে—৮৫
হযরত যাইনুল আবিদীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি—৮৬
ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির কয়েকটি ঘটনা—৮৬
অতুলনীয় দান—৮৮
দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম এবং তাঁদের আমলী যিন্দেগী—৯০
মেহমানদারির হুকুম—৯২
হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির
আতিথেয়তা—৯২
মেহমানের আদব—৯৪
মেজবানের আদব—৯৫

সাত.
তাকওয়া ও খোদাভীতি—৯৭
খোদাভীতির প্রতিক্রিয়া—৯৮

এক

তাওয়াজু বা বিনয়

মহান আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো বিনয়। আর বিনয় মানে নিজের জন্য কাকুতি-মিনতি করে দুআ করা এবং নিজ সত্তাকে ছোট ভাবা। সর্বদা নিজের চলাফেরা, কথাবার্তায় নরমী ও ভদ্রতা প্রকাশ পাওয়া। কুরআন পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম এই সিফাতটিই বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

অর্থ : আর রহমানের খাস বান্দা তারা, যারা জমিনে নম্রতার সঙ্গে চলাফেরা করে। -আল-ফুরকান (২৫) : ৬৩

এই নম্রতার কারণেই বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَضَوَاضَعَ لِلّٰه رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে ছোট হিসাবে পেশ করে, আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। –*মেশকাতুল মাসাবিহ* : ২/৪৩৪

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَإِنَّ اللهَ أَوْصَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন এই মর্মে যে, তোমরা বিনয় প্রদর্শন করো যাতে করে একজন অপরজনের ওপর গর্ব না করে এবং একে অপরের ওপর জুলুম না করে। –*মুসলিম, আবু দাউদ* : ৯৫, ৪৭

একবার হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবাদানকালে বললেন, হে লোকসকল, তোমরা বিনয় প্রদর্শন করো; কারণ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، حَتَّىٰ لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। ফলে সে নিজের চোখে ছোট এবং মানুষের চোখে মহান ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন, ফলে সে মানুষের চোখে ছোট এবং নিজের চোখে বড় হয়ে যায়। এমনকি সে লোকজনের কাছে কুকুর-শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সকল হাদীস মানুষের চোখ-কান খুলে দিয়েছে। যে ব্যক্তি মনে মনে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, সে সৃষ্টির কাছে প্রিয় হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তাকাব্বুর করে এবং লৌকিকতাবশত বিনয় দেখায়, সে অপমান ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হয়।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তার কাছে বিনয় ও নম্রতা সমস্ত পৃথিবী এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে বেশি প্রিয় হবে। সত্য বলার ক্ষেত্রে মুহাব্বত এবং ক্রোধ তার কাছে বরাবর না হবে

অর্থ : আর যদি আমি চাই, তা হলে আপনার কাছে যে ওহী অবতীর্ণ করেছি তা ছিনিয়ে নিতে পারি। –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৮৬

সুতরাং যদি আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এমন কঠিন কথা বলতে পারেন, তা হলে আমরা কোন ছাড়! সুতরাং ইলম ও আমলের বড়াই দেখানোটা কত বড় বোকামি হতে পারে? বরং সবকিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ভাব মনের ভেতর সর্বদা পোষণ করার নাম বিনয়। এই ইলম ও আমলকে নিজের উপার্জন মনে করা কিবির (অহংকার)—যা সকল অনিষ্টের মূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয় এমন ছিল, তিনি তাঁর পেছনে পেছনে সাহাবাদের চলতে দিতেন না। হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড গরমের দিন বাকী নামক স্থানে তাশরীফ এনেছিলেন, লোকজন তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। যখন তিনি তাঁর পেছনে জুতার আওয়াজ শুনতে পেলেন তখন তিনি থেমে গেলেন এবং সাহাবাদের আগে বাড়িয়ে দিলেন। তার দিলে তাকাব্বুরের কিছুই আসেনি। –*ইবনে মাজাহ* : ২৩

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায়ও হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি জানাযায় শরীক হতেন এবং গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন। প্রয়োজন হলে তাঁর গাধার পেছনে বসিয়েও নিয়ে যেতেন। এতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। –*শুআবুল ঈমান* : ১/২৯০

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে বসে যেতেন, এতে তিনি কিছুই মনে করতেন না। মাটিতে বসে খেতেন। নিজেই বকরির রশি বেঁধে দিতেন এবং গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন। –*শুআবুল ঈমান* : ১/২৯০